কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 14 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ক্যান্সারে হেরে গেলেন বাকৃবি শিক্ষক ড. শাহনাজ পারভীন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ ▷

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত ১১ এপ্রিলেও একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. শাহনাজ পারভীন। হাসিমাখা সেই ছবিটি এখনো রয়ে গেছে। কিন্তু ছবির মানুষটি আর নেই। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই মেধাবী শিক্ষক। মাত্র ৪৭ বছর বয়সেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে তিনি চলে গেলেন ফিরে না আসার দেশে।

বাকৃবির এই শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। চিকিৎসা নেওয়া অবস্থায়ও তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। বন্ধুদের কাছে দোয়া কামনা করতেন। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বন্ধুদের খবরও নিতেন। বন্ধুরাও তাঁর সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। শাহনাজ পারভীনের চিকিৎসা সহায়তায় এগিয়ে এসেছিলেন বাকৃবি পরিবার এবং সাবেক শিক্ষার্থীদের অনেকেই। কিন্তু সব চাওয়া-পাওয়া এড়িয়ে মৃত্যুই বড় সত্য হয়ে দেখা দিল এ শিক্ষকের জীবনে। দেশের নারীদের সম্মান ও অধিকার রক্ষায় সোচ্চার ছিলেন তিনি। মেধাবী ও প্রাণোচ্ছল এ শিক্ষকের অকালমৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মহলে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শাহনাজ পারভীনের জন্ম ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি। তিনি গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার উত্তর বিলাসপুর গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম আবুল হোসাইন শিকদার, মায়ের নাম হামিদা বেগম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়া তিনি বাকৃবি সম্প্রসারণ কেন্দ্রের (বাউএক) পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বাকৃবির মেধাবী শিক্ষক শাহনাজ ২০১৩ সালের জুন মাসে ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত চিকিৎসা নেন সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে। দেশে ফিরে আগের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠদান, সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণসহ সামাজিক কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। এদিকে শাহনাজ পারভীনের পারিবারিক সূত্র জানায়, গতকাল শুক্রবার বাদ জুমা জানাজা শেষে গাজীপুরের পুবাইলে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।